

সুব্রাম্মান-ইথলামের

৭ রাতের গায়েবি সাধনা - আল্লাহর সাথে আত্মার সরাসরি সংযোগ!



রচয়িতা

হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল

সূরা আল-ইখলাসের ৭ রাতের গায়েবি সাধনা

— আল্লাহর সাথে আত্মার সরাসরি সংযোগ!

ভূমিকা

মানুষ যা দেখে, তা—ই বেশি বিশ্বাস করে। কিন্তু যে শক্তি আমাদের রহে কথা বলে — সেই গহীনে সম্পর্ক স্থাপন করলেই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। **সূরা আল-ইখলাস** কেবল এক নামের সূরা নয়; এটা তাওহিদের সরল, গভীর ও শক্তিশালী আপীল — আল্লাহর একত্বের খাঁটি প্রকাশ। যদি এই সূরা শুধু কানে শ্রবণ না করে, আর রহে প্রবেশ করানো যায়, তবে রহ আল্লাহর কাছে সরাসরি মিশে যেতে পারে — মন শান্ত হয়, পবিত্রতা গড়ে ওঠে, ও অদৃশ্য ধারণার সাথে সম্পর্ক পরিষ্কার হয়। আমি হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, **Tilismati Duniya** থেকে আজ তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি সেই সাতরাত্রির সাধনার পথে — যেখানে প্রতিটি রাত আল্লাহর সাথে তোমার আত্মার সরাসরি সংযোগকে গভীর করে তুলবে।

অধ্যায় ১: সূরা আল-ইখলাস — একত্বের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ

সূরা আল-ইখলাস (৪ আয়াত) হলো তাওহিদের সর্বোচ্চ সারমর্ম — "সে এক, কোনো অংশ নেই, জন্ম নেই, তিনি নিঃসন্দেহে অনন্য।" ছোট দৈর্ঘ্যের উপরে বিপুল শক্তি লুকিয়ে আছে। এই সূরাকে যদি নির্দিষ্ট রূহানী পদ্ধতিতে নিয়মিত অন্তরে নিষ্কেপ করা যায়, তা রহে আলোক-সংযোগ তৈরী করে — আল্লাহর নামের অনুপ্রবেশ রহকে স্থিতিশীল করে। এই সূরাটি হবে আমাদের সাত-রাতের মূল রাহ।

অধ্যায় ২: কেন সাত রাত — এক রাতই যথেষ্ট নয়

এক রাত আবেদন মাত্র; দীর্ঘ মেয়াদে রংহের অবিচল পরিবর্তন ঘটে। সাত রাত হলো প্রাকৃতিক সংখ্যা ও একতা—প্রতিটি রাত একটি স্তর নির্মাণ করে:

রাত ১ — নূরের প্রাথমিক অনুপ্রবেশ (আত্মার দরজা খোলা)

রাত ২ — মনকে বিশুদ্ধ করা (মোমেন্টারী বিশুদ্ধলা দূর)

রাত ৩ — স্বপ্নগত শৃঙ্খলা স্থাপন (রংহে ভালো দিক বজায়)

রাত ৪ — ভাবনার শুঙ্কিকরণ (নিয়ত পুনর্গঠন)

রাত ৫ — ইলাহী সূতি স্থাপন (আজীবন সংযোগের বীজ)

রাত ৬ — ভক্তি ও তাওহিদে স্থায়িত্ব (নেতিবাচক শক্তি দূরীকরণ)

রাত ৭ — চূড়ান্ত সীলিং — আত্মায় অনন্য আল্লাহ-সংযোগ স্থাপন

প্রতিটি রাত আলাদা মাত্রার কাজ করে; একের পর এক করলে রংহ স্থিরভাবেই আল্লাহর দিকে ঝোঁক পায়।

অধ্যায় ৩: প্রস্তুতি — স্থিতপ্রজ্ঞতা ও পরিব্রহ্মতা

এই সাধনা সফল করতে প্রয়োজন বাস্তবিক প্রস্তুতি:

১. **কাল ও সময়:** রাত ১২:০০ — ২:৩০ (রাতের নির্জন সময়), বা যে সময় আপনি নিঃশব্দে একা থাকতে পারবেন।
২. **স্থল:** সম্পূর্ণ অন্ধকার বা নরম আলোর কমোড লাইট; স্থান পরিষ্কার ও শান্ত।
৩. **দৈহিক অবস্থা:** ওয়ু করবেন; লবঙ্গ বা সুগন্ধ সম্বন্ধে অপ্রয়োজনীয় বস্তু দ্রুত সরিয়ে রাখুন।
৪. **মনোভাব:** বিনয়, সামান্য সন্তুষ্টি, কষ্টকারক চিন্তা থেকে দূরে থাকা; হালকা ক্ষুধা থাকলে খেয়ে নেবেন কিন্তু মাতাল অবস্থায় নয়।
৫. **নিয়ত (তাকবীর):** মাথায় স্পষ্ট রাখুন — “আমি আল্লাহর একত্রে জন্য এই রাত্রে আমার রূহকে তার নূরে খুলতে চাই।”

অধ্যায় ৪: প্রতিটি রাতের সাধারণ রুটিন (বিস্তারিত ধাপ)

প্রতিটি রাত একই রুটিন অনুসরণ করুন, কিন্তু ক্রমানুসারে গভীরতা বাড়াতে থাকুন — অর্থাৎ রাত ১ এ সহজভাবে করবেন, রাত ৭ এ বেশি গভীর মনোযোগ নিয়ে করবেন।

প্রারম্ভিক ধাপ (প্রতিটি রাত):

৪ রাকাআত নফল নামায (হালকা নিয়মে), অথবা ২ রাকাআত যদি শরীর অস্বস্তিকর হয়।

এরপর **১০ মিনিট চুপচাপ বসলেই হবে।**

বায়ু-শ্বাস (Breath Anchoring):

নাক দিয়ে ধীরে ৪ সেকেন্ড শ্বাস নিন।

৬ সেকেন্ড ধরে রাখুন।

মুখ দিয়ে ধীরে **৮ সেকেন্ডে ছাড়ুন।**

এই চক্র **৩ বার** রেখে মন স্থির করবেন। (প্রাথমিক রাতে কম—১ বার; পরের রাতে বাড়ান)

তিলাওয়াত ও রুহে ইনস্টলেশন:

সূরা আল-ইখলাস সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করুন ধীরে, স্পষ্ট উচ্চারণে।

প্রতিটি রাত: সূরা আল-ইখলাস ১০১ বার (রাত ১-৩: ৩৩ বার করে তিন সেট, রাত ৪-৬: ৫০/৫০ বা ১০১ একসাথে, রাত ৭: ৩৩৩ বা ৫০০ — আপনার সক্ষমতা অনুযায়ী)।

উচ্চারণ না করে শুধু হৃদয়ে অনুধাবন করতে চাইলে—শব্দটাকে নীরবে শাসে চুকিয়ে আনুন: প্রতিটি আয়াতের শেষে নিশ্চাসে তার অনুরণন অনুভব করুন।

ইন্টারভাল ধ্যান (নীরব প্রশাস):

প্রতিটি ১০১/৩৩ সেটের পরে ২ মিনিট নীরব ধ্যান—চোখ বন্ধ, কল্পনায় সূরা-র শব্দগুলোকে আলোর নীড় হিসেবে দেখুন যা আপনার বুক থেকে উপরে উঠে মাথার ওপর দিয়ে আকাশে মিশে যাচ্ছে।

ঘনিষ্ঠ আহ্বান (Munajaat):

প্রতিটি রুটিন শেষ করে অন্তরে দুই মিনিট করে আভাসমূলক দোয়া—“হে আল্লাহ, আমাকে তোমার নূরে বসাও, আমার রূহকে তোমার সৃতিতে স্থায়ী কর, আমাকে শুধু তোমারই জন্য চালাও।”

অধ্যায় ৫: রাত বিশেষিকরণ — প্রতিটি রাতের লক্ষ্যবস্তু

রাত ১ (প্রবেশ): সূরা আল-ইখলাস ৩৩ বার, উপরোক্ত শ্঵াসপন্থিতি ৩ চক্র। লক্ষ্য: রুহের দরজা নরমভাবে খুলবে।

রাত ২ (শুন্দি): ৭১ বার, ধ্যান বেশি সময় (৫ মিনিট)। লক্ষ্য: হতচকিত ভাবনা ছড়ানো।

রাত ৩ (স্বপ্নসংযম): ১০১ বার, রাতের শেষ অংশে ঘুমের আগে ৩ বার ফিসফিস। লক্ষ্য: দুঃস্বপ্ন কমে আসা।

রাত ৪ (নিয়ত গঠন): ১৩৩ বার, প্রতিটি আয়াত শেষে আল্লাহর নাম মনে করা (আহ্ড)। লক্ষ্য: নিয়ত সংরক্ষণ।

রাত ৫ (ইলাহী সৃতি): ২০১ বার (বলে বা মনে), দীর্ঘকালীন সৃতি-প্রবাহ।

রাত ৬ (প্রতিরোধ): ২১০ বার, সংকল্প ঘোষনা—নেগেটিভ শক্তি দূর হবে।

রাত ৭ (সীলিং): ৩৩৩ বার (অথবা আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ), দীর্ঘ ধ্যান ও সমাপ্ত দোয়া। লক্ষ্য: স্থায়ী আল্লাহ-সংযোগ প্রতিষ্ঠা।

(সংখ্যা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সামান্য বদলানো যাবে; নিয়মানুবর্তিতা গুরুত্বপূর্ণ)

অধ্যায় ৬: কিভাবে আয়াতগুলো ‘রুহে ঢুকবে’ — নীরব উচ্চারণের কৌশল

শব্দ বলে নেয়া এবং রুহে ইন্স্টল করা ভিন্ন:

মুখে উচ্চারণের বদলে শ্বাসে ফিসফিস করুন—নাক থেকে শ্বাস নেয়ার সময় আয়াতকে ‘রুকের মধ্যে ঢোকানো’ ভাবুন।

প্রতিটি আয়াতের শেষে আচমকা বিশ্বাস করে বলুন: “তাওহিদ” — আর সেই শব্দটিকে হৃদয়ের কেন্দ্রে অনুভব করুন।

কথ্য বাক্য নয়—কম্পন, নিয়ত এবং ইচ্ছাকে কাজে লাগান। (এই কাজ ধীরে ধীরে শেখা লাগে; অনুশীলন করুন)

অধ্যায় ৭: সাধনার পরবর্তী জীবন—প্রতিদিনের রুটিন

৭রাত্রি শেষে — পরবর্তী ৪ সপ্তাহ:

প্রতি রাতে সূরা আল-ইখলাস **১১** বার করলে ঢাল বজায় থাকে।

প্রতিদিন তাড়াতাড়ি ফজর-নামাজের আগে **২** মিনিট ধ্যান করুন—রাতের আলোকে অনুভব করুন।

মাসে একবার পূর্ণ অনুশীলন পুনরাবৃত্তি করুন (১ রাতের বেশি ভারী অনুশীলন নয় যতক্ষণ না আপনি সুচিন্তিত প্রশিক্ষণ পান)।

অধ্যায় ৮: কাঁটা ও সতর্কতা — কোথায় সাবধান থাকতে হবে

না-বিক্রি: এই রাহ বা অনুশীলন কোনো বস্তু হিসাবে বিক্রি করা যাবে না। এটি আল্লাহর উপহার; বেচাকেনা করা নিষিদ্ধ।

হারাম জীবন: প্রতিশোধীভাবে হারাম জীবনযাপন করে এই সাধনার সুফল স্থায়ী হবে না। খাদ্য, অর্থ, কাজ—সবই হালাল পথে রাখুন।

অতি আত্মবিশ্বাস নয়: যদি কোনো অস্বস্তি বা মানসিক রোগের লক্ষণ দেখেন (দীর্ঘকালীন উদ্বেগ, বিচ্ছিন্নতা, আত্মহত্যার চিন্তা), তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন—রুগ্নানী সাধনা চিকিৎসা নয়।

গোপনীয়তা বজায় রাখুন: গায়েবি কাজগুলো ব্যক্তিগত এবং গোপন হওয়া উচিত; লোকসভায় শোরগোল করলে বিভ্রান্তি বাঢ়ে।

ধৈর্য ও নমুতা: ফল অনিবার্যভাবে অবিলম্বে আসবে না; ধৈর্য ও সৎ নিয়ত জরুরি।

অধ্যায় ৯: লক্ষণ—কীভাবে জানবেন সাধনা কাজ করছে

প্রথম দিনের পরেই ছোট শান্তি অনুভব হবে; রাতের শেষে স্বপ্নে আলোর চিহ্ন দেখা যায়।

৭ দিনের শেষে ঘুমের মান উন্নত হয়, দুঃস্বপ্ন কমে আসে।

চার সপ্তাহের মধ্যে নামাজে মনোযোগ বেড়ে যায়, ভেতর থেকে আলোক অনুভূত হয়।

সবচেয়ে বড় লক্ষণ: আপনি নিজে বেশি নরম, নম, ও আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট বোধ করবেন। এই অভিজ্ঞতার বাইরে কেউ হয়ত খেলায় বিশ্বাস করবে না—কিন্তু আপনি জানবেন।

অধ্যায় ১০: ভুল ব্যাখ্যা ও বিপদসন্তানা

অনেকে মনে করবে—এটি কোনো তাবিজ, লকেট বা বাজার-মাধ্যমে
বিক্রয়যোগ্য পণ্য। না। এটি আল্লাহর নূর দিয়ে আত্মার সম্পর্ক গঠনের
নিয়ম। যারা নগদলিপ্তি, প্রতারণা বা ছুটকি দিয়ে মানুষকে ভোগাচ্ছে—
তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন। এছাড়া, কাউকে জোর করে এই
অনুশীলন করাবেন না; ইচ্ছা ও নিয়ত ছাড়া কোনো কাজ নেই।

উপসংহার — আজ থেকেই তুমি কি আল্লাহর কাছে যেতে চাও?

সূরা আল-ইখলাসের ৭ রাতের গায়েবি সাধনা হলো একটি সোজা,
পরিশোধিত পথ — যেখানে শব্দ হয় রাহ! তাৎক্ষণিক চাহিদায় নয়, আন্তরিক
নিয়ত ও ধৈর্যের সঙ্গে যে আপনি চালাবেন। যদি আপনি সত্যিই আল্লাহর নূর
চান — আজ রাতেই শুরু করুন। মনে রাখবেন: ফল আল্লাহর হাতে, আপনি
শুধু ইচ্ছা ও প্রয়াস রাখবেন।

সুপার মেগা ক্লাস: সুরা আল-ইখলাস Unlock —

আল্লাহর সাথে আত্মার সরাসরি সংযোগ

(১২টি সাধনা-ভিত্তিক রূহানী অধ্যায়)

১. সুরা আল-ইখলাসের তাওহিদ রহস্য:

আল্লাহর একত্বের রূহানী কম্পন কিভাবে আত্মার নীল কেন্দ্রে প্রবেশ করে।

২. ৭ রাতের নূর-চক্র সাধনা:

প্রতিটি রাতের আলাদা ধ্যান-কোড, নিশ্চাস, ও আয়াত প্রয়োগের গায়েবি ক্রম।

৩. আয়াত ইন্স্টলেশন কোড:

“وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ” — “فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ” — প্রতিটি আয়াত রূহে স্থাপনের সঠিক পদ্ধতি।

৪. তাওহিদের শ্বাসপথ (Breath of Oneness):

নিশ্চাসের মাধ্যমে কিভাবে রূহে আল্লাহর একত্ব প্রবাহিত করা যায় — নীরব শ্বাস ধ্যানের পূর্ণ রীতি।

৫. রূহানী প্রতিরোধ বলয় গঠন:

সুরা আল-ইখলাস পাঠের মাধ্যমে গায়েবি সুরক্ষা-কবচ তৈরি ও মানসিক-আধ্যাত্মিক আক্রমণ প্রতিরোধ।

৬. তিন মাত্রার আত্মিক সংযোগ:

(১) মন, (২) রূহ, (৩) কসমিক কম্পন — এই তিন স্তরে সুরার আলোকপ্রবাহ স্থাপন।

৭. রাতের ধ্যান ও আলোকদৃষ্টি প্রশিক্ষণ:

অঙ্ককারে নূরের রেখা কিভাবে দেখা যায়, ধ্যানের সময় কীভাবে রূহ আল্লাহর দিক অনুভব করে।

৪. ইখলাস ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাস্ট্রিভেশন:

আল্লাহর নামের গায়েবি কম্পন শনাক্ত ও হৃদয়ে স্থাপন করার কৌশল।

৭. রূহের মিরর-সংযোগ (Soul Mirror Meditation):

নিজের ভেতরের আত্মা কিভাবে আল্লাহর নূরের প্রতিবিম্ব হয়ে ওঠে — বাস্তব অভিজ্ঞতা।

১০. সীলিং ধ্যান — রূহে তাওহিদের ছাপ স্থাপন:

সাত রাত শেষে কীভাবে স্থায়ীভাবে আত্মায় “**اللّٰهُ لَا إِلٰهٌ إِلَّا هُوَ**” এর ছাপ রোপণ করা হয়।

১১. রূহের রোগ নিরাময় ও আলোক চিকিৎসা:

সূরা আল-ইখলাসের রূহানী তিলাওয়াতের মাধ্যমে ভয়, হতাশা, মানসিক অঙ্গুষ্ঠি ও দুঃস্বপ্ন নিরাময়।

১২. চূড়ান্ত সংযোগ — আল্লাহর নূর ও আত্মার মিলন মুহূর্ত:

গায়েবি স্তরে “রূহানী সাক্ষাৎ” কেমন অনুভূত হয় এবং কিভাবে তা স্থায়ীভাবে আত্মায় ধরে রাখা যায়।

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট



একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,

আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা
রেখেছেন। এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের
হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া,
মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।

কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো
থাকলেও অঙ্ককার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।

আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা
ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।

কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।

আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্তি আলো।

“যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপর্যুক্তি একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাঢ়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।”

(সূরা বাকারা: ২৬১)

“যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো, সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।”

(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।

আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আধিক্যাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।

আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

 01890261223

বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223

নগদ পার্সোনাল: 01890261223

উপায় পার্সোনাল: 01890261223

রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:

Name: Saifullah Mansur

A/C No: 0309501022675

Bank: Sonali Bank Ltd.

Branch: College Road, Barishal

Routing: 200060732